College Form No- 4

This book was taken from the Library on the date last stamped. It is returnable within 14 days

TGP 4—23-5-55—10,000

# নিলাম্বর

রমাপতি বসু



প্রথম সংস্করণ

১লা বৈশাখ ১৩৬০

১৪ই এপ্রিল ১৯৫৩

প্রকাশক

সমীর মুখার্জি

অধিনায়ক

পি ২৮, প্রিন্সেপ স্ট্রীট

কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট

অন্নদা মুন্সী

মুদ্রক

সত্যপ্রসন্ন দত্ত, বি, এস, সি

পূর্বাশা লিমিটেড

পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু

কলকাতা—১৩

বাঁধিয়েছেন

পূর্বাশা

দাম . ২ টাকা

## সূচীপত্র

ঝড় ৯
শান্তি ১০
প্রশ্ন ১২
সারথী ১৩
দেবতা ১৪
ইতিহাস ১৬
সম্ভাবনা ১৮
দৃষ্টিদান ১৯
পুনশ্চ ২১
তুমি ২২
কবি, বর্ষা ও বিধাতা ২৩
পদধ্বনি ২৪
মন ২৫
একুশে অগাষ্ট ২৬
বন্দীর বন্দনা ২৭
রাতের শেষে ২৯
সর্পিল ৩১
ফড়িং ৩৩
অন্বেষণ ৩৪
কান্না ৩৫
মুখোস ৩৬
ছায়াচ্ছন্ন ৩৭
মানুষ ৩৯
বাতায়ন ৪০
ডরোথীকে ৪১
প্রভু ৪২
বিলাপ ৪৩
মনুমেণ্ট ৪৪
কাশ্মীর ৪৬
শান্তি চাই ৪৭
শিলাহার ৪৮

লেখকের অন্যান্য কবিতার বই :

কালপুরুষ

আগামীকালের কবিতা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বন্ধুবরেষু

# শিলাহার

ও

অন্যান্য কবিতা

## ঝড়

সাইক্লোন বুঝি গোটা পৃথিবীতে উঠেছে জোরে,
পৃথিবীর যত ছেলে মেয়ে আজ এখন থেকে :
ভঙ্গুর ঘরে নিজেদের মন ধরে না রেখে—
আশ্রয় নাও যেখানে তোমরা বাঁচবে নিজে।

চার্চিল ও আইসেনহায়োর হুমকি ছাড়ে,
সিগেরু যোশিদা এই দুর্যোগে স্বার্থ খোঁজে—
নিজেকে বাঁচাতে ফরমোসা কেউ সফর করে,
মনে কারো শুধু দুর্লভ যত বাসনা জমে।

ঈগলের ছায়া শান্তির ভাষা প্রচার করে,
পৃথিবীতে তার বিসর্পিলতা এগিয়ে চলে :
তোমরা তাদের মিষ্টি কথায় সাই না দিয়ে
নিজেদের পায়ে নিজেরা যে যার কুড়ুল মার!

ঘূর্ণি বাতাস সারা পৃথিবীতে উঠেছে জোরে,
দুনিয়ার যতো সাদা, কালো আর হলদে ছেলে-
আশ্রয় নাও এক জোট হয়ে ছাউনি তলে
সাইক্লোন বুঝি গোটা পৃথিবীকে উল্টে দেবে।

## শান্তি

ঝড় থেমে গেছে কে তাহার আজ খবর রাখে ?
বারুদের ঝাঁজে ঝোল্‌সে গিয়েছে সব—
মৃত প্রান্তরে কাঁটাতার বেড়া আল্‌গা শুয়ে।
মৈত্রীর রাখী সকলের হাতে রহেছে বাঁধা ;
হানাহানি সেথা নাই।
মৃত প্রান্তরে কাঁটাতার বেড়া আল্‌গা শুয়ে॥

প্রভাতী পাখের রক্তিম আলো আকাশে
বে-অনেট মুখে
ক্রুরতার হাসি নাই।
নাবিক আজিকে নাগরের বেশে চলেছে
চোখে তার আছে বিজয়ীর চেক্‌নাই।
কাঁটাতার বাঁধা দেয় না—
মানুষের প্রাণ নেয় না।
শান্তিবাদীর ঠোঁটের কিনারে
আদিম হাসি যে নেমেছে।
নৃশংসতার অভিনয়ে ধীরে যবনিকাপাত হ'য়েছে

কাঁটাতার ছেঁড়া, ফসল মুড়ান মাঠে—
গাঁইতিকে নিয়ে সব সৈনিক মাতে।

মাটি খোঁড়া দেখে আজিকে
পরিখা বলেই জেনো না।
প্রাসাদ উঠিবে এখানে
হিংসাকে মনে বেঁধো না।
মৈত্রীর রাখী সকলের হাতে রয়েছে বাঁধা
হানাহানি সেথা নাই,
আজিকে সবাই ভাই।
সকলের রবে সম অধিকার প্রাসাদ ছুঁয়ে,
মৃত প্রান্তরে কাঁটাতার বেড়া আল্‌গা শুয়ে

## প্রশ্ন

যাদের জীবনে আসেনি সূর্য পড়েনি রোদ,
ভীরু ছায়া আর ঠাণ্ডা বরফে যাদের বাস,
বল্‌গা হরিণ আর শীল মাছ পিছনে ছুটে :
তারা ক্ষীণ করে পৃথিবীর এই সময় স্রোত।

পেছ্‌লা বরফে পিছলিয়ে যায় যাদের স্লেজ,
সোণালী শস্য শুভ্র তুষারে জমাট বাঁধে।
যাদের আকাশ ঘন মেঘে থাকে নিত্য ভারী,
তারা শেষ করে রাত্রির আয়ু গভীর ঘুমে।

'শ্যামেয়েদ' আর 'ল্যাপ্‌', 'ফিন' বুঝি ঘুমিয়ে রবে,
'এস্কিমো' আজো বরফের ঘরে রবে কি ঢাকা ?
তোমাদের দেহে রক্ত যা বহে শুধু কি হিম,
তাই তোমাদের আকাশে ওঠেনা সূর্য নব ?

## সারথী

নতুন আলোর সন্ধান পাই আজ
সারথী আমার বাষ্পীয় রথ নিয়ে,
ছুটে চলো যাই আজ সে সুদূর দেশে—
যেখানে নতুন আলোর ইসারা হানে।

ঘন মেঘে আজ আকাশ রয়েছে ঢাকা,
প্রলয় ঝাঁকুনি আজও বাতাসে ভারী :
পৃথিবী তোমার দেহের প্রতিটি শিরা
এই দুর্যোগে চঞ্চল হয় যেন।

গোড়ালী ওড়ায় পথের শুকনো ধুলো
পিপাসু মনের পিপাসা মিটবে বুঝি!
মানচিত্রের রেখা যাতে যায় মুছে,
আণবিক বোমা আতঙ্ক আনে মনে।

এই দুর্যোগে সারথী ঘুমাও কেন?
লালফৌজ দেখ চারিদিক করে লাল!
নতুন আলোর নিশানা যেখানে খাড়া
সন্ধানী মনে চলো আজ যাই সেথা।

## দেবতা

মন্দিরে রেখেছ শুধু জানি :
ভগ্নশিলাস্তূপ, আর—
অপটু শিল্পীর গড়া নিষ্প্রাণ প্রতিমা।
নয়তো অসৎ কোনো খেয়ালী বণিক
আপনার স্বার্থ সাধনায়—
ভক্ত বলি আপনারে করিতে প্রচার
জীবনের শেষ ক্ষণে
হীন উপার্জিত অর্থে
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে নতুন দেবতা।

পরিতপ্ত অন্ধকার রাতে
স্বপ্নালু নয়নে—
তরল ঘুমের মাঝে
তোমাদের চোখে স্বপ্ন জমে :
কোথা কোন নির্জন প্রান্তরে
মৃত বৃক্ষতলে
মৃত্তিকার অন্তঃপুরে
একখণ্ড শিলারূপে—
অনাদরে পড়ে রহে কে এক দেবতা।
এইসব অনাদৃত দেবতারা যত
স্থান পায়
তোমাদের যত্নে গড়া পবিত্র মন্দিরে।

## শিলাহার

গোধুলির মৃত্যু হ'লে
মন্দিরের মাঝে
তোমরা অর্চনা করো
তোমাদের প্রতিষ্ঠিত
যত হীন, অথর্ব পাথর।
আমরা ভুলিতে চাই
এই রীতিনীতি
মুহূর্তে হউক লীন
এইসব মন্দিরের চুড়া,
আমরা চাহিনা মোটে—
স্বার্থান্বেষী দেবতার ভীড়,
যাহার প্রাচুর্য নেই
আছে শুধু প্রলোভন
আর—প্রবঞ্চনা।
আমাদের নতুন মন্দিরে—
আমরা যন্ত্রকে দেব,
দেবতার ঠাঁই।

# ইতিহাস

তোমাদের ইতিহাসে আছে শুধু :
কীর্তির কাহিনী
রক্তপাত আর রাজ্য জয়
বর্বরতা
আর
নৃশংসতা।
অথবা বিলাস মত্ত
খেয়ালী রাজার কোনো উদ্ভট কল্পনা
গড়িবারে তাজ, আর
কুতুবমিনার—
শূন্য স্বপ্ন সার।
নয়তো বন্দিনী কোনো
বেগমের কটু দীর্ঘশ্বাস
উচ্ছ্বসিত যৌবনের গান
হারেমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৃথাই ঘুরিয়া মরে, তাই
নিরুপায় দ্বাররক্ষী হাবসী প্রণয়
মিথ্যা নয়
আমার সংশয়।
সে জীবন সমাধির নিচে—
অতীত বিলাসী মনে
অশ্রুমেঘ আনে,
এখন আকাশ শুধু ,
ধোঁয়া আর ধূলোয় মলিন—

আমাদের দিন :
আশ্বাস নিঃশ্বাসে ভরা।
পাষাণ প্রতিমা যতো
সঞ্চয়ের হীন ভিত্তি পরে
হাতুড়ীর ঘায়ে যাক্ ঝরে।

শস্যের সবুজ ঢেউ মুছে গেছে ভাই,
স্বার্থ আর লোভের সংঘাতে :
সৈনিকের রক্ত পদাঘাতে।
আনিব আগামী কাল সম্ভাবনাময়—
সূর্যের যৌতুক আর
আনন্দ কৌতুকে।
সে দীপ্ত দিনের জন্য—
থাক্ ইতিহাস
আমি তার পূর্ণ প্রতিভাস।

## সম্ভাবনা

ঘন দুর্যোগে আকাশ, হ'য়েছে ভারী
নিটোল আকাশ আজ বুঝি চীড় খাবে!
ফাটা ফাটা মেঘ, কালো হ'য়ে মেঘে জমে—
তাই তো আকাশে তারা নেই সারি সারি।

আকাশের রঙ ঘোলাটে হ'য়েছে আজ—
ঘূর্ণি বাতাস আরো তাকে ঘোলা করে।
নীল রঙ মুছে নতুন যে রঙ হবে
আকাশের বুকে তাই হেনে যায় বাজ।

বিদ্যুৎ আর চিক্কুর ভেসে গিয়ে—
আকাশে আকাশ আরো উজ্জ্বল হবে।
পৃথিবীর বুকে নতুন সূর্য এলে :
দীপ্ত করবে রক্তিম আলো দিয়ে।

## দৃষ্টিদান

দূরবীন দিয়ে দুনিয়া দেখেছি ভাই :
মেকী ও আসলে এক হ'য়ে গেছে
কোনো ভেদাভেদ নাই।
দূরবীন দিয়ে দুনিয়া দেখেছি ভাই

দূর দিগন্তে দেখা যায় দেখি
ঈগলের শত পাখা
শত শত ছায়া পড়েছে তাদের '
এই পৃথিবীর বুকে—
মনে হয় যেন এসব ওদের শাখা।

ওরা ভীড় করে আমাদের ঐ আকাশে
নীচে যারা থাকে জানোয়ার তারা
শুধু কাঁপে জানি ত্রাসে।

ঘন মেঘ যেন জমেছে আকাশ গায়
দুর্যোগ বুঝি ঘনাবে এবার
যদি কেহ দেয় সায়।

এ মাটি যাদের
যারা বাস করে এই পৃথিবীর বুকে
মেঘ বলে যেন তারা,
হয় নাকো দিশেহারা।

—ও সব কিছুই নয়।
মেকী ও আসলে এক হ'য়ে গেছে
সব ঠেলে দাও দূরে।

দূরবীন দিয়ে আমি দেখিয়াছি ঘুরে
আকাশের বুকে মেঘ হ'য়ে যারা
এতদিন আছে জমে,

দূরে দাও সব ঠেলে।
এই দুনিয়ার আছে অধিকার :
দুনিয়ার যারা ছেলে।

দূরবীন দিয়ে দুনিয়া দেখেছি ভাই :
মেকী ও আসলে এক হ'য়ে গেছে
কোনো ভেদাভেদ নাই॥

## পুনশ্চ

ঈশ্বর আজ রাজায় রাজায় লেগেছে লড়াই,
বোমার বৃষ্টি দেশে ও বিদেশে পড়ছে সদাই
উলুখড় আমি, ইঁদুরের ভয়ে আত্ম গোপন—
সব চেয়ে সেরা এই নীতি জ্ঞান করেছি চয়ন।

ঈশ্বর আজ কোনো রাজা যদি পাঠায় হুকুম :
যুদ্ধ কোরতে। ধরবো অস্ত্র ছেড়ে দেবো ঘুম,
জানি পাবো খেতে। আজ না পেলেও শেষে একদিন
আশার বাণীতে মৃত্যুর ছায়া হোক বিলীন।

ঈশ্বর, তুমি শুনেছ কখনো কোনো নির্জনে,
মেরুযাত্রার গল্প আমার। ( যদিবা স্বপ্নে। )
চৈত্রের রোদে এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের মতন
ছুটে গিয়ে ফের এসেছি আবার ছিলাম যেমন।

তুমি ঈশ্বর জানো নিশ্চয় আমার ধরণ,
বুভুক্ষু আমি লড়াই কোরতে নই পেছপাও—
শৃঙ্খলা নেই। তিলে তিলে মরে করলাম পণ
শক্রর যতো কামানের কাছে মৃত্যু-বরণ।

# তুমি

মদনের পঞ্চশরে বিদ্ধ হ'য়ে তুমি
বসন্তের প্রথম পরশ জীবনেরে জানালো প্রণতি :
প্রাণের প্রতিটি প্রান্তে পেলে তুমি নব শিহরণ —
অপার্থিব তৃপ্তি এসে, মৃত্যু নিল সঞ্চিত আকুতি।

তোমার ঈপ্সিত দিন ফিরে পেলে তুমি
কামনার বহ্নি মাঝে দিলে আত্মাহুতি
সৃষ্টি হলো নব বিস্ময়ের, বিগত দিনের স্মৃতি,
আজি আর মর্মরিয়া উঠিবে না জানি-- -
জানাবে না কাহাকে মিনতি।

তুমি যুগ বিপ্লবিনী!
দিশাহীন ঝড়ে তুমি নহো জানি মেঘ—
তোমার প্রেরণা আছে—
রুধিতে অক্ষম সব তোমার দুর্বার গতিবেগ
ইতিহাসে পাবে স্থান তোমার কীর্তির কথা,
আজিকার দিন—
দম্পতি-রাত আজ তাই নহে উৎসব বিহীন।

পৃথিবীর কোন্ রশ্মি তোমারে আনিয়া দিল জ্যোতি,
তুমি নহো দিক ভ্রষ্টা, সৃষ্টি করো নবীন মুরতি।'

## কবি, বর্ষা ও বিধাতা

( অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-কে )

আষাঢ়ের সাথে মিতালী পাতাও তুমি কবি—
কিন্তু, যখন বৃষ্টিরা নামে মেঘ চিরে,
তুমি ও আমরা বর্ষাতি হাতে যাই ফিরে।

শার্শির গায়ে বৃষ্টির জল ভালো লাগে,
বিলিতি ঢঙের বিছানায় নিই আত্ম মন—
বর্ষার গান বেতারে বন্দী নব রাগে।

বৃষ্টির জলে যদি ভরে যায় হাঁটু দুটো,
সর্বহারারা যদিবা হারায় সব ঠাঁই—
মটকায় বসে আমরা তখন দেহ পাই।

তুমি ও বিধাতা বর্ষার দিন বাসো ভালো :
আমি তো অকবি অকালে আমার নেভে আলো,
তাই তো তুমি ও বর্ষা, বিধাতা নহো ভালো।

## পদধ্বনি

জলে ভরপুর মাথা তুলে আছে ঘাস—
আসে পাশে লোক কুঁড়ে ঘরে করে বাস।

মাঝখান চিরে বহুদূর গেছে রেলের লাইন,
আকাশ ছোঁয়ার খেয়ালে তাকিয়ে রয়েছে পাইন।

দূর সীমানায় দেখা যায় শুধু সবুজ সারি,
বণিকের সাথে ধানের ক্ষেতের নেইকো আড়ি।

মরায়ের রূপ বণিকের মনে দেয় ইংগীত,
চাষীর বরাত উথ্‌লিয়ে ওঠা হলো স্থগিত।

কাটফাটা রোদ চিক্কণ আনে জলে—
ধানের গোড়ায় পচ ধরে কি কৌশলে।

এলো লোনা জল আলকে এলিয়ে দিয়ে
সোনার স্বপন নয়নে হ'লো যে মাটি,
শ্বাস প্রশ্বাস বাঁধা দেখি পাঁজরায়
নীল মৃত্যু যে পাঁজরাকে হাতড়ায়।

## মন

আমাদের এ জীবনে দেখি নাকো কোনো রূপান্তর
আসে দিন আর চলে যায়—
ম্লান হ'য়ে সূর্য নেয় তিমিরে বিদায়
কোনো দীপ্তি আসে নাকো জাগাতে অন্তর।

প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখি বন্দরের 'পর
হাজার নাবিক আর নাগরের ভীড়
লোনা সাগরের জল অতল গভীর
তারি পরে পাড়ি দেয় বুভুক্ষু লস্কর।

অবিশ্রান্ত উন্মাদনা নিয়ে খুঁজে যাই জীবনের কুল
আমরা ভাসিয়া যাই সময়ের স্রোতে—
যদি বা আবার পাই সুদূরের ডাক
সে ডাকের সাড়া দিয়ে বহমান মনে বুঝি ভুল।

হৃদয় হৃদয় নহে শুধু এ যে নিষ্প্রভ প্রান্তর,
আমাদের এ জীবনে দেখি নাকো কোনো রূপান্তর॥

## একুশে অগাষ্ট

কমরেড্ তুমি নিয়েছ বৃহৎ ছুটি—
কোনো উদ্বেগ নেই আজ তাই মনে,
উদার মুক্তি পেয়েছ এবার তুমি,
নীল মৃত্যুর অলস পদক্ষেপে।

স্মৃতি পিঞ্জর আজ জানি গেছে ভেঙে :
বিপ্লবী মন ছুটেছে তোমার পিছু
ক্লান্তি এখানে পাইনিকো মোটে ঠাঁই,
উল্কাব মত বাণী তাই চারিধারে।

রক্তের বীজ এখানে বুনেছ তুমি,
ফসিলের সারে পেয়েছ নতুন প্রাণ।
তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সব
সারা দুনিয়ায় ছড়ায় নববিধান।

প্রেরণা বহেছে ফল্গুর মত ধীরে
তাই জীবনের ঘটেছে রূপান্তর।
পলাতক মন গণ্ডির মাঝে বাঁধা,
উচ্ছ্বাসহীন আজ সময়ের গতি।

তোমার কীর্তি এখন রয়েছে বেঁচে
অগ্রণী আজো চলে লাল পদাতিক,
সংগ্রাম ব্রত গ্রহণ করেছে তারা
সার্থক হোক তোমাকে স্মরণ করে।

## বন্দীর বন্দনা

প্রতিষ্ঠিত যে গতি সেথায় হানিল বিচ্ছেদ।
ক্লিষ্ট মনে আসিলাম আমি
লৌহাগার মাঝে—
অন্ধকার যেথায় বিরাজে
সেথা মোর কানে আসে লৌহের ঝঙ্কার

মনে নাই বিন্দুমাত্র ভয়
কেবলই বিস্ময়!
যে ইন্দ্রিয় হয় অনুগামী
প্রতিপক্ষে যায় সংস্কার।
কিসের জানায়ে সংকেত!

যে শোণিত ধারা বহে
হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
জানায় না কোনো অনুনয়,
নিশ্চিত সেথায় হবে জয়।

প্রাচীন কাহিনী এসে মনে দেয় সাড়া
শত শত শোণিতের ধারা
যে দিন গিয়াছে বহে
অলক্ষ্যে কি মূক সত্য

এর পরে আপনারে করেছে প্রতিষ্ঠা
বিস্মৃতির প্রদোষে লুপ্ত হয়নি সে কথা।

আজি এই লৌহাগারে
শত শত রক্তবীজ অংকুরিত হ'য়ে
জাগাবে বিস্ময়।
সেথা আছে আমার প্রত্যয় :
প্রদীপ্ত প্রভাতী রশ্মি একদিন আসি
উজ্জ্বল করিবে জানি লৌহের শৃঙ্খল

প্রেসিডেন্সী জেল
৭ই নভেম্বর '৪২

## রাতের শেষে

( জীবনানন্দ দাশ-কে )

ধাঙড়ের গাড়ীর ঘর্ঘর আওয়াজে
আঁস্তাকুঁড়ে লেগেছে কুকুরের ঝগড়া
নিদ্রাকাতার মাতাল চোখ ঝিমোচ্ছে :
সহরের বিখ্যাত গলির পরিপাটি বিছানায়,
পথচারী উর্বশী তখন স্বপ্নরাজ্যে।

কাজলের কালিমা চোখে পুরু হ'য়ে জমে গেছে,
ভিখিরিরাও ক্লান্ত—
এলানো দেহে ফুটো কাপড় দিয়ে উঁকি মারছে :
বিবর্ণ নিস্তেজ স্তন।

রাত্রের বর্বরতায় কলুষিত আবহাওয়া
চৈতন্য ফিরে এসেছে
তোমার
আমার
আর—নাটোরের বনলতা সেনের।

তোমার কবিতার কথা মনে পড়লো
পৃথিবীর সব বালিহাঁস মরে গেছে
রাত্রির মৃত্যুতে :
পৃথিবীর পেঁচা আর বাদুড়েরা সব

আড়ষ্ট ডানায় ঝিমোচ্ছে
কালরাত্রির মত থম্ থমে্ বাদাম গাছে।

প্রেমের খাবার নিয়ে আমিও ডেকেছিলাম অঘ্রাণের রাতে
সেই রাত্রি—
জিপিওর গম্বুজে লেগে ফিঁকে হ'য়ে গেল।
নাবিকের তখনো ঘুমের আমেজ
স্টীমারে ভোঁ দিয়ে কাঁপিয়ে দিল বারোনম্বর জেটী।

আমার বুকের কাছে কাল্পনিক বনলতা সেন।
অনেক গলানো রোদে পৃথিবী গেছে মরে,
তাই সস্তা লেপের আড়াল থেকে দেখি :
উবে গেল রাত্রি
স্প্রীটের মতন।

আমি চেয়েছিলাম নিজেকে
মৃত্যুর মতন রাত্রির কুহেলিকায় ঢেকে রাখতে,
লেপের তলায় যেমন ছিল আমার আতুর-গা।
কিন্তু—
শীর্ণ পৃথিবীকে সেঁকবে বলে এলো জীর্ণ সূর্য
তাই—এই বিস্মরণী
রাত্রির মৃত্যুতে।

## সর্পিল

তোমাকে সূর্য চেয়েছি বার বার আঁধারের মাঝে—
আমাদের জীবনের ধরাবাঁধা কাজে।
পৃথিবীর কক্ষ পথে জীবনের অজেয় ঘোলাটে আবর্তে
তোমার আহ্নিক গতি। যে কোনো সর্তে।

ধানের শীষের ঘ্রান পেঁচকের দল পায় রাতে
মাটি ও আকাশ দেখি বুঁদ হ'য়ে গেল,
গুমোট লেগেই যেন শাঁখারীর হাতের করাতে
সূর্য, তোমার আলো ম্লান হ'য়ে এলো।

ইতিহাস ডাক দেয় তোমার আমার কথা নিয়ে
ধানের শীষেরা সব তালার আড়ালে —
নবাবের ফিকিরে চাষীদের আঙুল দেখিয়ে
হারেমের অন্ধকারে দুবাহু বাড়ালে!
এলো ঝড়, গোটালে তাঁবু। প্রাণের মমতা গেল বেড়ে
উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে কাকেদের দল
যে দিকে তাকায় শুধু চোখে ভাসে জল
খড়গপুর-কে ছেড়ে চলে গেল দানাপুরে যত কচি ধেড়ে।

নিঃসঙ্গ বট, বৃষকাষ্ঠ হ'য়ে ফিরে পেলে পাহাড়ী স্তব্ধতা
মানবিক তৃষা মন্ত্রীদের দিলে তৎপরতা।
তারপর, পাঁজরার কাতর গোঙানি শোনো মাটির সরায়
তবুও প্রাণের আলোড়ন শোনা যায় সোনালী ধরায়।

এমনি দিনের বেলা নর্দমার কোলে মৃন্ময়ী মিত্তিরের শব
ভেসে গেছে সূর্যের অভাবে। চারিদিকে খালি কলরব।
অভাব ছিল না মোটে নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি কাগজের পাতায়
পাতায়
দেখেছি অনেক লোক মরে গেছে ফুটপাথে অথবা কলের যাঁতায়।
সূর্য, তোমার আলোর জন্য কেঁদেছিল যীশু, বুদ্ধ আর মার্কিন সৈনিক
—তাইতো চৈনিক কুমারী গর্ভে মার্কিনের জারজ সন্তান।
—তাইতো তোমার প্রতীক আঁকা পতাকা মার্কিনের হাতে ওড়ে
দিক্‌বিদিক
( কিন্তু, কুন্তীর ক্রন্দন ধ্বনি তাম্র যুগেই হ'য়ে গেছে ম্লান। )

উনিশো তেতাল্লিশ গেছে আবার উনিশো তিপান্ন
মন্ত্রীর মন্ত্রনা হলো শেষ—পূর্বোক্ত ধরনে।
এবারেও শোনা যায় কলরোল দক্ষিণ ভারতে। অন্ন আর ধান্য।
পৃথিবী ধূসর হোক তোমার কর্কশ তাপে—মানুষের বুভুক্ষু মরনে।

## ফড়িঙ

স্বপ্ন নয়—চোখ চেয়ে দেখেছি একেলা
ধান কাটা ফাঁকা মাঠে ফড়িঙের খেলা

সূর্যের চিকণ রোদে—কখনো ছায়ায়
ওড়ে আর বসে দেখি খড়ের ডগায়।

দেখেছি একেলা বসে ফড়িঙ অনেক
দল বেঁধে উড়ে আসে বসেনা ক্ষনেক।

সেই সব ফড়িঙরা উড়ে যায় চলে—
কোথায় কোথায় যায় কিছুই না বলে।

কত রঙ বেরঙের ফড়িঙের দল
আপন পাখ্না মেলে করে টলমল।

বছর বছর ধরে দেখেছি তাদের,
বাতাসের ঢেউ ঠেলে আসে ঠিক ফের।

এবার আসেনি তারা পড়ে আছে মাঠ,
পুড়েছে কপাল সব—মাটি ধরে ফাট্ ॥

## অন্বেষণ

শহরের ভীড় ছেড়ে
যারা যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
দিক থেকে দিগন্তের শেষ সীমানায়—
ওগো সীমা, তারা তো জানে না তুমি
নীলিমায় নীল।
আকাশের মৃত সব নক্ষত্রের মত
মধ্যাহ্নের ক্লান্ত পশুর চোখের
বোবা চাহনির মত খুঁজে খুঁজে ফেরে
যেমন ফিরেছে দেখি :
বাতাবী লেবুর শাখে
ক্লান্ত মা—চীলেরা,
চীঁ চীঁ করে : মৃত, অপহৃত সন্তানকে মনে করে।
ওগো সীমা, তোমাকেও খুঁজি আমি
কার্তিকের হিমে ঢাকা রাতে
সোনার তালের পাশে
স্বাতি, পুষ্যা, ভরোণীর আসে পাশে।

## কান্না

কোনোদিন অঘ্রাণের শেষ রাতে
একা একা তোমার বিছানা ধরে
তোমার চোখের পাতা
কেঁদে কেঁদে গেছিল কি ফুলে ?
মনে মনে তখন কি আমার শরীর—
আমার বিবর্ণ ছায়া মেঘের মতন নীল,
চোখের মণির মতন পিঙ্গল
জেনেও কি ধরে ছিলে ভুলে ?
শোন তবে : সেই রাতে —
আমিও কেঁদেছি একা একা
আমার দেহের রক্ত
গাঢ় নীল হ'য়েছিল তোমার প্রেমের অপঘাতে
সেই রাতে —
শুনেছি কেঁদেছে এক টানা
বুক ফাটা কান্না
অশুদ্রের ঘরে কোনো বিধবা যুবতী।
কান্নার সে শব্দ শুনে
মনে হয়—তুমি, তুমি চন্দ্রাবতী
শোকাকীর্ণ মন নিয়ে খুঁজে গেছো
আনাড়ীর মত অঘ্রাণের রাতে,
একা একা তোমার বিছানা ধরে।
কেঁদেছিলে তুমি, যেন—
বিরহ ব্যথিত কোনো
শালিকের একটানা কান্না শুনে প্রাতে ॥

## মুখোস

তোমার মুখোস ফেলো খুলে—
জীবনকে জানার সুযোগ দাও,
দাও—মৃত্তিকার সোঁদা গন্ধ
জীবনকে জানার অভিনব ছন্দ।
তোমার মুখোস আমি জানি
অহঙ্কারের মূর্চ্ছায় :
জীবনের কষ্টিপাথরে চলে যাচাই
তাই, অসীমার ও মৃত্যু হয় সীমায়।

যারা আজো তোমারই কাছে
খালি আসে আর যায়,
সেখানেও নেই জ্যোৎস্নার হাতছানি
সেখানেও নেই জীবনের টানা টানি।

তোমার মুখোস খুলে দাও,
খুলে ফেলো মিথ্যার ওড়না।
জীবনের প্রান্তে মিশে যাও—
বাঁচবার যুক্তি কি ছলনা?

## ছায়াচ্ছন্ন

রাতের কুহেলিকায় তোমাদের আমি খুঁজি
ওগো তারকার মণি, মালবিকা।
জীবনের স্পন্দনের সাথে সাথে
সাঁজারুর কাঁটা যেন—আমাদের মন দিয়ে বুঝি।

মনে পড়ে শরতের মেঘের মতন,
আমরাও ভেসে ভেসে গেছি
একটি বন্দর থেকে আর একটি বন্দরে।
তিমি মাছের ঝাপ্টা আমরা পাইনি,
পাইনি সমুদ্রে ডুব দিয়ে কোনো রত্ন।
হিংসেয় আছড়ে পড়ছিল ঢেউগুলো
আছড়ে পড়েছিল বালির কোলে—
যেমন আছড়ে পড়ে বেসুরো আব্দারে ধনীর তনয়

সেইদিন ওগো মালবিকা রায়,
আমাদের বেনামী বন্দরে
ছিলে শুধু : তুমি আর আমি।
আর ছিল লোনা জল—
অথৈ অথৈ জল
কি করে জানি না—
সমুদ্র শুকায়ে জল

আমার চোখের কোলে করে টলমল।
ওগো, ওগো—তুমি মালবিকা রায়
তোমার হৃদয় দিয়ে বলেছিলে : যাবেনা কোথাও।
আকাশের তারা হয়ে দেখা যাবে।
পৃথিবীর মাটির মানুষ
নক্ষত্ররা হ'য়ে যাবে ম্লান তোমার জ্যোতিতে।

তাই রাত্রের কুহেলিকায়
আজো খুঁজে চলি
ওগো মালবিকা রায়॥

## মানুষ

মণিকোঠায় যারা বসে আছ নির্বিকারে
তোমরা নেমে এসো আমাদের মধ্যে।
নেমে এসো গগনচুম্বী অট্টালিকা থেকে
নেমে এসো, আর—
মিশে যাও মেহনতী মানুষের সঙ্গে।

দোলনার দোলা আর ভাল লাগে না,
ভাল লাগে না আর
তোমাদের ঐ পোযাকী সভ্যতা।
তোমাদের ঐ পোষাকী রক্তে
ফিরে আসুক ধানের রক্ত,
টইটুম্বুর হ'য়ে উঠুক সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন।
তোমাদের কৃত্রিম সভ্যতা আর ভাল লাগেনা,
ভাল লাগে না ঘোলাটে মেঘের স্বপ্ন দেখতে—
আজ শুধু চাই—
সূর্যের তেজে পুড়ে ছাই হোক পৃথিবী—
সৃষ্টি হোক নতুন পৃথিবী,
আর নতুন সমাজ।
বন্ধ্যা পৃথিবী পা'ক
নতুন মানুষ।

# বাতায়ন

গরাদ ডিঙিয়ে ঘরে এসে পড়ে রোদ
আমি দেখি
দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করছে
আকাশ
আর বাতাস।

জলপাই গাছের ডালে বসে ঝিমোচ্ছে :
এক জোড়া শালিক।
গরাদ দিয়ে দেখা যায়
হাল্কা মেঘগুলো ভেসে ভেসে যাচ্ছে—
মনে হয় যেন কাশ ফুলের চাবড়া।

আর দেখি :
নির্বিকার চিত্তে
অম্লান বদনে
শুয়ে আছে—
একফালি নদী—
নাম তার সুবর্ণরেখা॥

## ডরোথীকে

কবি বান্ধবী কোথায় আজ ?
চলো ছুটে যাই গোপালপুরে।
নীল রক্তের বাঁধন খুলে,
দুজনে মিলেই করবো কাজ।

তোমার ইচ্ছা আমার মন—
জীবনে ধরেছি নতুন পণ,
ঘর ছাড়া যদি হতেই হয়—
বন্ধু মিলবে দুর্যোধন।

তোমার আকাশে সূর্য নেই—
চাঁদের ছলনা এড়াতে চাই।
তোমার ও পথ জটিল জানি,
এগোতে চাইলে হারাবো খেই।

আমাদের চোখ ঝলসে যাবে—
সঁপেছি শরীর তোমার ভাবে।
আমার আজকে নেইকো পুঁজি,
তাই তো তোমার প্রণয় খুঁজি।

# প্রভু

হে প্রভু, তোমার বাসনা বোঝাই ভার—
আর কতদিন এমনি করেই যাবে ?
মন্ত্রমুগ্ধ তোমার জীবন জানি,
বেসাতি মিথ্যা স্তোক বাক্যই সার।

জীবন বেঁধেছি হাড়হাবাতের ঘরে,
অন্ন জোটেনা পরনে ছিন্ন কানি।
স্বাধীন হবার তন্দ্রা ছুটেছে কবে—
জীবন যুদ্ধে হাজার মানুষ মরে।

এপারের খেয়া ওপারে ভেড়েনা মোটে।
শাসনযন্ত্র শঙ্কিত করে মন,
দেশী ও বিদেশী একাকার হ'য়ে গেছে—
সকল শকুনি এক ভাগাড়েই জোটে।

হে প্রভু, তোমার বাসনা বোঝাই ভার
জীবনীশক্তি পাবো নাকি ফিরে আর ?

## বিলাপ

চলোনা বন্ধু আজকে মিটিং করবো
হাজরা পার্কে মাইক ঠ্যাঙাবো দু'জনা
বাঁধা বুলি দিয়ে বিরোধী ভাষণ ছাড়বো
তা হ'লে জানবে সহজ কুৎসা রটনা।

দ্রাক্ষাফলের নিঙড়ানো রস চাহিনা,
মন পড়ে আছে পানামা খালের ওপারে
গ্রামে গ্রামে ঘুরে করেছি সঙের বেসাতি-
এবার বন্ধু দাওনা চুকিয়ে মাহিনা।

চলোনা শ্রীমতী ঢাকুরিয়া হ্রদে বিকালে
বুকে আঁটা থাক প্রগতিবাদীর নিশানা।
নাস্তিক মন সহজেই পাবো সীমানা,
লজ্জা তোমার ঢেকে দেবো লাল চেলীতে

## মনুমেণ্ট

তুমি আমাদের একমাত্র সাক্ষী।
সত্যি কথা বলতো
তোমার সামনে
কত সভা হ'য়ে গেছে,
কত নেতা দিয়ে গেছে
দীপ্ত কণ্ঠে তাদের ভাষণ।

কতদিন
কত ঘোড়সোয়ার পুলিশ
ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে গেছে
আমাদের সভা, সমাবেশ।
জনতার রক্তে
ঘোড়াদের খুর হ'য়ে গেছে লাল।

মুক্তি চাই
সকলের মুক্তি চাই
মুক্তি চাই মানুষের।
বাঁচার দাবী নিয়ে কত ভাষণ
দিয়ে গেছে হাজার হাজার নেতা।
সেই দিন উঁচু করে ধরেছি আমরা
আমাদের হাতের নিশান।
তুমি একমাত্র সাক্ষী,
সত্যি কথা বলতো আজকে—

## শিলাহার

আজ থেকে একুশ বছর আগে
দেখে ছিলে কিনা ?

আজ একুশ বছর পরে,
তুমি রয়ে গেছ
প্রহরীর মত—
সহরের এক প্রান্তে,
যেন আজ আমাদের একমাত্র
দুর্দিনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

প্রহরীর মত
পাহারা দিয়েই যাও তুমি,
দিনরাত্রি
আমাদের মহানগরীকে।

সেই দিনে যারা ছিল আমাদের সাথী,
যারা দিয়েছিল আমাদের বাঁচার ভাষণ-
ক্ষান্ত আজ তাহাদের উগ্র আস্ফালন,
দখল করেছে তারা ইংরেজ আসন।

পেয়েছে শাসন ভার
মুক্ত জাতি, মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে যায় গান।
ইংরেজ শাসনের হ'লো অবসান,
শুধু তুমি—
আর হতভাগ্য আমরা সবাই,
আছি ঠিক ছিলাম যেমন॥

## কাশ্মীর

কাকের মাংস খেয়েছে এবার কাক।
ঘরোয়া যুদ্ধ কালনেমীদের কাজ,
ভূ-স্বর্গ আজ ইন্দ্রের হাত ছাড়া—
মার্কিন আর ইংরেজ খোঁজে তাক।

মজলিসে গিয়ে সালিসি মেনেছে যারা—
দগ্ধ মনের প্রতিচ্ছবিটি ধরে,
ফিরে আসে তারা ভাঁওতার রূপ দেখে :
কাশ্মীর হবে কাশ্মীরীদের ছাড়া।

কাশ্মীরে চলে নির্মম ব্যাভিচার
ষড়যন্ত্রের কাহিনী জানো না কেউ,
গ্রাহাম দৌত্য ব্যর্থ হ'য়েছে শুধু
জেনেভায় চলে মহড়া মীমাংসার।

## শান্তি চাই

শান্তি চাই, শান্তি চাই, মুক্তি চাই আজকে
যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ নয়—জীবন চাই যুঝতে
বন্ধ করো ধাপ্পা বাজী বাঁচার চাই মন্ত্র
কায়েম করো সবাই মিলে শান্তিকামী রাজ-কে।

শুষবে বলে ফিকির করে আজকে যারা আসবে,
ব্যর্থ করো তাদের আসা, ধ্বংস করো যাত্রা।
জীবন নিয়ে ফট্‌কা খেলা চলবে নাকো আজকে
শক্তি চাই যুঝবো বলে, ধৈর্য ধরো বাঁচবে।

সঙ্ঘ গড়ো শক্তি পাবে, মানুষ নয় খেলনা,
শান্তি-বাণী প্রচার করো, মানুষ তাতে জাগবে।
যুদ্ধবাজ সুযোগ খোঁজে—যুদ্ধ কিসে লাগবে
মত্ত হ'য়ে রঙ্গ দেখে : আপনি দোলে দোলনা।

শান্তি চাই, শান্তি চাই, আরতো কিছুই চাইনা
বাঁচার মত বাঁচতে চাই—জীবন নয় ফেল্‌না।

# শিলাহার

আমাদের পূর্বপুরুষেরা—
যাঁরা আজ চলে গেছে সীমান্ত ছাড়িয়ে শেষ সীমানায়
বুভুক্ষু পীড়িত চক্ষে পড়ে গেছে অমৃতপুত্রের জৈবনিক বাণী,
তারা আজ কত দূরে ?  হে রুদ্র ভৈরব,
সীমান্তিকে মৃত মানবীরা—
আজো কি রহেছে পড়ে, বিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে
মৃত নীলিমায় ?
মৃগনাভি কস্তুরীর কৃত্রিম বিবর্ণ গন্ধ যেমন ছড়ায়—
আকাশে বাতাসে রাত্রে, ম্রিয়মাণ জীবনের শিরায় শিরায়।
বাস্তবের রূঢ় ছায়া ঘনকৃষ্ণ পক্ষ মেলি টানে যবনিকা
ফেনিল স্বপ্নের ছায়া দিগন্ত বিস্তৃত যত মৃত মরীচিকা।
কোথা সেই পৌরষত্ব ?  আত্মঘাতী যুদ্ধে থাকে মন
রামধনু গেয়ে,
আমাদের হাড় আর মাষ, করে দিলে কালি
বৈদেশিক বণিকের সুড়সুড়ি পেয়ে।
আমি কবি শতাব্দীর।  গান্ধারীর মত
আবেদন নিয়ে আসিনি হেথায়,
শুধু শুনি সমুদ্রের কলোধ্বনি বালুকা বেলায়।
আর শুনি : সজীব কণ্ঠের ধ্বনি—গণবাণী,
তার প্রতিধ্বনি বহে—
খণ্ড খণ্ড জীবনের : খণ্ড খণ্ড বাণী
নীলকণ্ঠে দোলে শিলাহার হয়ে॥



## [illegible]

তাঁর কবিতা পড়ে জীবনানন্দ দাশ

বলেন :

নিজের হাতে নিজের পৃথিবী
নির্মাণ করবার কাজে হাত দিয়েছেন ;
নানা কবিতায় তার নিদর্শন
তাঁর কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে
আমাকে কৌতূহলী করেছে।

আরো বলেছেন :

তিনি কবিতার বিষয় নির্বাচন
করেছেন এ কালের মন নিয়ে ;
কাজেই তাঁর কবিতায় নানা
বিষয়ের সমাবেশ।
আর—

[illegible] বলেছিলেন :

ইংরেজি [illegible] পড়ে
[illegible] হয়েছি।
[illegible]